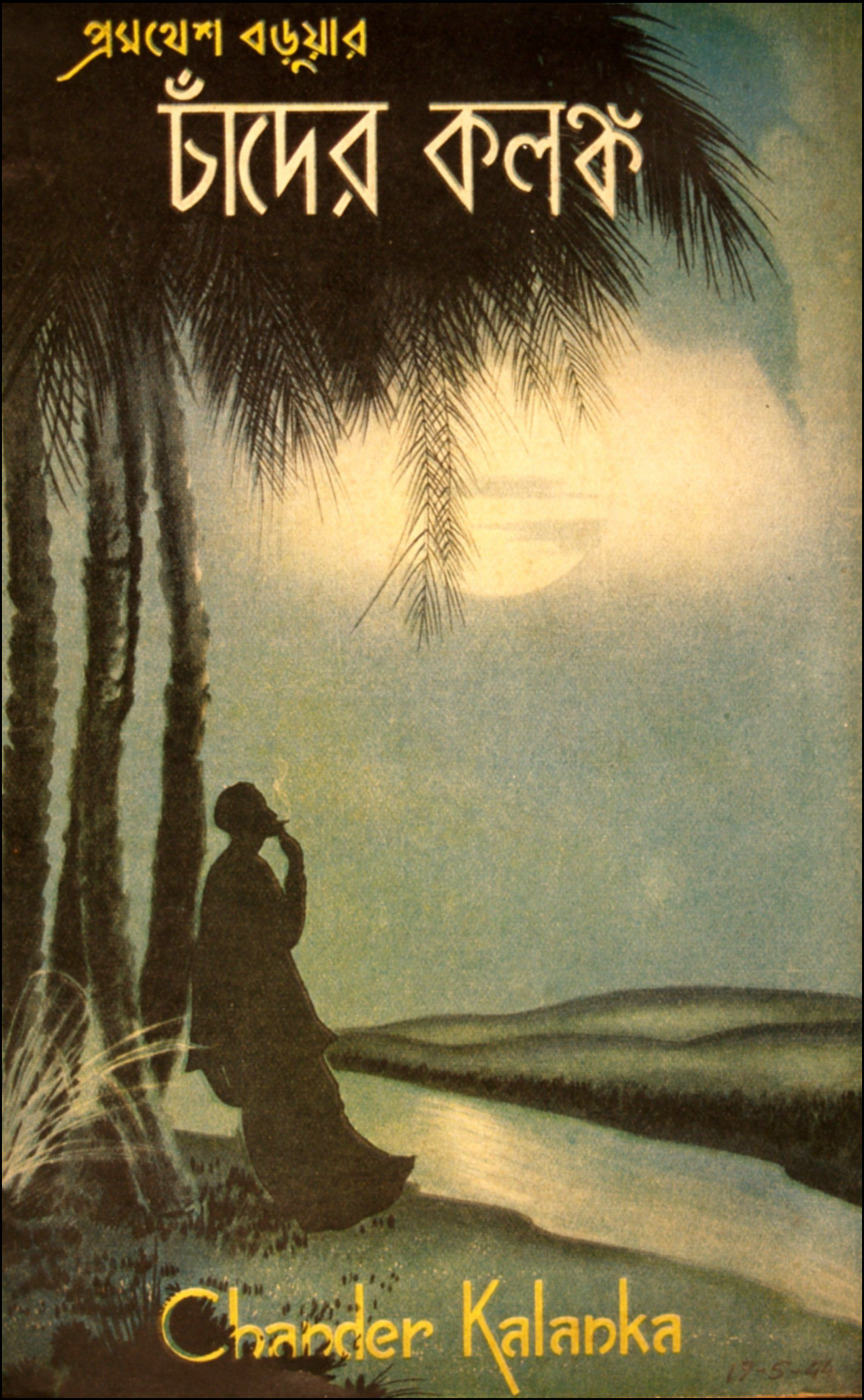
প্রমথেশ বড়ুয়ার
চাঁদের কলঙ্ক
Chander Kalanka
17-5-44

"চাঁদের কলঙ্ক"

দোষেগুণে মানুষ—উদাহরণ দিতে গিয়ে বলে যে চাঁদেরও কলঙ্ক আছে। — মহারাজা হংসগোপালের নাতি, রাজা কংসগোপালের পুত্র কুমার বংশগোপালের মতে মিস্ লিলি রায় নিষ্কলঙ্ক চাঁদ, তাঁরই বাড়ীর পার্টিতে সুজিতের নবতম বান্ধবী শোভনা গাইছিলো—

আমি গোলাপের মত ফুটিগো,
আমি পাপিয়ার সুরে গাই।
আমি স্বপনের পাখা মেলিয়া,
স্বপনে ভাসিয়া যাই॥
আমি চাঁপার কুঞ্জে কুহু,
আমি কেতকী বনের কেকা,
যদি গো সাথী না মেলে,
আমি মগন রহিব একা,
শুধু মাটির পেয়ালা ভরিয়া
স্বরগের সুধা চাই॥

মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জ কাননে
যদি যৌবন এলো হায়—
যেন মনের মধু মৌমাছি
বিফলে ফিরে না যায়;
যেন বলিতে না হয় কভু—
মোর মনে মধু নাই
যদি চলে যাই রেখে যাব
হেথা শুধু হাসি গান;
আমি চকিতে বিজলী জ্বালা
রাঙাতে মেঘের প্রাণ।
আমি ক্ষণিকের লাগি ক্ষণিকা
রাখিনা চিহ্ন তাই॥

কুমার বংশগোপাল কিন্তু লিলির গান না শুনে ছাড়বে না—লিলি গাইলো—আর সবাইও গাইলে—

কলঙ্কী চাঁদ-সে যে কলঙ্কী চাঁদ।
নিজেরে জড়ায়ে রচে আলোকেরি ফাঁদ॥
পুলকের জোছনায়, কালো তার নাহি যায়
চাঁদের জীবনে ফিরে আসে শুধু অপবাদ॥
তবু সে জাগায় গোপন শেফালি-গন্ধ।
সাগর হিয়ায় তোলে সে উতলা ছন্দ॥
চাঁদে চাহিয়া চাহিয়া, সারানিশি
রহি জাগিয়া।
যদি আলো দিতে কালো লাগে গায়
ধরিনা সে অপরাধ-গো ধরিনা সে
অপরাধ।
তবু নয়নে শিশির তার অশ্রু বিষাদ॥
বাতায়নে চাঁদ এলো যবে, কে বল দুয়ার
দিল কবে
কলঙ্কী চাঁদ দেখিব না ব'লে নয়নে কে
রাখে হাত॥
তবু আলো দিয়ে সেত পেল নাকো
কভু আলোকের স্বাদ॥

সোনাপুরের মহারাণী কুমার বংশগোপালের মাসীমা। তিনি সুজিতেরও মাসিমা। সুজিত জমিদারের ছেলে—এখন জমিদার। একা বালীগঞ্জে থাকে—সৌখীন—প্রকাশ্যে মদ খায়—বংশগোপালের কথায়—সে একটা ইতর মাতাল। এহেন ইতর মাতাল সুজিতের মাসিমা কল্‌কাতার সম্ভ্রান্ত সমাজের লীডার। যখন তিনি শুনলেন, বর্মার বিখ্যাত জমিদার স্বর্গীয় গোপেন রায়ের মেয়ে লিলি রায় কল্‌কাতায় আশ্রয় নিতে এসেছে—তিনি নিজের পৃষ্ঠ-পোষকতায় লিলিকে "আধুনিক সমাজের গৌরব" করে দাঁড় করিয়ে দিলেন। কুমার কবি বংশগোপালের কথায় লিলি রায় কল্‌কাতার বালীগঞ্জ সমাজের গৌরব।

তাই শুনে সুজিত জিগ্যেস করেছিলো—হ্যাঁহে বংশ, তোমরা যে এই কথায় কথায় বলো বালীগঞ্জ—বালীগঞ্জ বলতে কি বোঝাতে চাও?

জবাবে বংশগোপাল বলেছিলো—আমাদের বালীগঞ্জ সমাজ হচ্ছে প্রগতির প্রতীক। সে কথা যাক্—

সুজিত নাকি অহঙ্কারী—কারও পার্টিতে যায়না। বংশগোপাল বলে সুজিত নাকি নিজের দাম বাড়াবার চেষ্টায় চালিয়াতী করে। মোট কথা সুজিতের উপর কুমার সাহেবের বড় রাগ। সুজিতের সঙ্গে সবাই মিশতে চায়—কুমার সাহেবকে দেখলে ভিড় পাতলা হয়ে যায়। সুজিতের ওপর আরও রাগ লিলি রায়ের সঙ্গে ঐ পার্টিতে ভাব হয়েছে বলে। লিলিকে প্রাণের আবেগ-নিবেদনের আগেই হঠাৎ সুজিত কেমন গোলমাল করে দিলে! বেপরোয়া সুজিতকে ভাল লেগেছে লিলি রায়ের। সে এসে খোসামুদি করলোনা—। লিলিরায়ের বাড়ীতে মদ আসেনা শুনে নিজের গাড়ী থেকেই Whiskeyর বোতল বার করে মদ খেলে। তারপর আবার ক্ষমাও চাইলে। সুজিত কেমন যেন নূতন রকমের—তাই ভাল লেগেছে মিস্ রায়ের। শুনে কুমার বংশগোপালের বুক হাহুতাশে ভরে গেল। বংশগোপাল বল্লে—"যে করে হোক মিস্ রায়কে সুজিতের কলঙ্কিত সাহচর্য্য থেকে বাঁচাতেই হবে। কত যে সরলা অসহায়া তরুণীর হৃদয় নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে সুজিত—উঃ—

লিলি সুজিতকে জিজ্ঞেস করলো—"আমার মত এক

বিদেশী অজ্ঞাতকুলশীলা মেয়ের পক্ষে আপনাদের এই সহানুভূতি সহৃদয়তা পাওয়া কি করে সম্ভব হলো—"

জবাবে সুজিত বলেছিলো—"আমার সঙ্গে আপনার এই প্রথম পরিচয়—কাজেই এতদিন ধরে যারা সহানুভূতি সহৃদয়তা এই সব ধরণের ব্যাপার সরবরাহ করে এসেছেন, তাঁদের জিজ্ঞেস করুন।"

হেঁসে লিলি রায় বলেছিলো—"ধন্যবাদ"।

সুজিতের বাড়ী—আধুনিক সমাজের ছেলেরা সুজিতের নকল করে, তবে বাপমায়ের ভয়ে সুজিতের মত বেপরোয়া বাড়ীতে বসে মদ খেতে পারে না। সুজিতের বাড়ীর বদনাম—মেয়েরা সুজিতের সঙ্গে দেখা করতে গেলে—লোকে অপবাদ দেয়। একা'ত কোনও মেয়েই প্রকাশ্যে দেখা করতে যায়ই না। কিন্তু লিলি রায় একাই এক সন্ধ্যায় দেখা করতে গেলো সুজিতের পাল্টা নেমন্তন্নে।

কি জানি কেন সুজিতের মনে হোল লিলি রায় অন্যধরণের মেয়ে। সুজিতের কথায় লিলি রায়—"কলেজে পড়া চশমা আঁটা অর্থহীন নারী নয়।" তাই লিলি রায়কে নেমন্তন্ন করেছিল। তাই সে লিলিকে গান শোনাবে—সুজিত গান লিখেছে—সুজিত আজ কবিত্ব করছে। লিলি হেঁসে বল্লে—"কুমার বংশগোপালের মত আপনিও কবিত্ব করছেন নাকি?"

অর্গান ছেড়ে সুজিত উঠে বল্লো—"তুলনা করে মেজাজটাই খারাপ করে দিলেন—"

লিলি বল্লে—"আপনার মেজাজটাকে আমি গান গেয়ে ঠিক করতে পারি কিনা দেখি।"

সে গাইলে—

ভোলালে আমারে কেমনে তোমারে ভুলি
আমার হারাণো হিয়ার কুঞ্জ দুয়ার
আপনি গিয়েছে খুলি।
মনের মাঝারে রচিয়া বাসর ঘর।
অলথ মালায় বাঁধিলে যে মালাকর
এ মালা পরিতে বুকে বাজে মোর
খুলিতে ব্যথায় দুলি।
ওগো সুন্দর! কভু ভয়ে কভু লাজে
আমি রাখিতে পারিনা নিজেরে তোমার
পায়ের কাছে।
এক জনমের অসীম মরণ শেষে
দাঁড়ালে আমার নবজনমের দেশে
তোমার পরশে হল যে রতন
আমার হাতের ধুলি॥

সুজিতের বাড়ী লিলির খুব পছন্দ হয়েছে।

সুজিত বল্‌লে—"বাস করুন না এখানে"।

লিলি বল্‌লে—"অপমান করছেন ?"

সুজিত বল্‌লে—"না—বিয়ে করতে চাইছি।"

লিলি বল্‌লে—"দুদিনের আলাপেই ? আমার সম্পূর্ণ পরিচয় পেলে আর বিয়ে করতে চাইবেন না।"

সুজিত—"এই পরিচয়ই যথেষ্ট। চাঁদের কলঙ্ক থাকলেও আমি চাঁদ ভালবাসি।"
প্রত্যুত্তরে লিলি বল্‌লে—"না।"

সোনাপুর। মহারাণীর বাড়ীতে অনেকে গিয়েছে কদিনের জন্যে আমোদ আহ্লাদ করতে সুজিত, লিলি, কুমার বংশগোপালেরাও গিয়েছে। বংশগোপাল লিলিকে বিয়ে না করে ছাড়বেই না। লিলি কুমারসাহেবের কবিত্বের ভয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। লিলি বসে বসে ভাবে যে শুধু টাকার খাতিরে সবাই তাকে ভালবাসে। তার সত্যিকারের মনের সন্ধান ত কেউই করে না। বাইরের চাকচিক্য দিয়ে সে সবাইকে ঝল্‌সে দিয়েছে। সে তাই এই সমাজটাকে ঘেন্না করতে আরম্ভ করেছে—এই বড়লোকেরা যারা পয়সার মাপকাটিতে মানুষকে যাচাই করে বেড়ায়। সে চেয়েছিলো অন্য কিছু—সে চায়——

হৃদয় রাজার দুয়ারে আঁচল পাতিয়া থাকি
হৃদয়ের সোনা কে দেবে আমারে
সবাই দিল যে ফাঁকি।
হায় ভিখারিণী মিছে তোর দিন গোণা
কাঙালেরে বল কে দেবে মনের সোনা
ধুলার ধরায় মায়ামৃগ খুঁজি
মিছে তোর ঝরে আঁখি
সবাই দিল যে ফাঁকি।

জবাবে গ্রামের অন্ধভিখিরী গেয়ে যায়—

চাওয়ার যে গান সে গান কাঙাল নাইরে জানা তোর
আপন আঁখি করল আঁধি আপন আঁখিলোর
গাইলে পরে সে গান সেথায়
রাজার দুয়ার যায় খুলে যায়
তারে আপনি এসে পরায় রাজা
মন মাণিকের ডোর।

লিলি যে কি চায় সে নিজেই ভেবে পায় না। ভাববার সাথী নেই কেউই—নারী পুরুষকে খুঁজে বেড়ায়...।..................

নারী পুরুষকে খুঁজে পায়—এই বেপরোয়া সুজিতকে। হোক সে বড়লোক—তবু সে নতুন। সুজিত এক অনিয়ম—সে বিদ্রোহী—সে কোনও বাধা মানে না—কোনও বন্ধন নেই তার। সুজিত বলে যে সে ঐ ঘুনে ধরা মরচে পড়া সভ্যজগতের শেকলে বাঁধা বাসিন্দে নয়। সে আর পাঁচ জনের মত সমাজের কথায় চলে না। নতুন জগতের সন্ধানে বেরিয়েছে সে। সুজিতের সঙ্গী হোলো পরিচয় বিহীন লিলি রায়। সুজিত আর লিলি সবাইকে বলে—

চিররাত্রীর যাত্রীরা চল্‌ নাহি ভয় নাহি ভয়
আছে একদেশ হতেছে যেথায় নতুন সূর্য্যোদয়।
যেথা বক্ষবিদরি অন্ধ শতাব্দির
নবযুগ শিশু হানিছে আলোক তীর
যেথা নবমানবের নব পৃথিবীর
নতুন অভ্যুদয়।

যেথা সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই
বিপ্র-শূদ্র-প্রভু-ও-ভৃত্য
এক হয়ে গেছে ভাই।
যেথা কেহনা উচ্চ কেহনা তুচ্ছ
ঝাপটি কুটিল সমাজ পুচ্ছ
বলদর্পীরা অতি দুর্ব্বলে
নিত্য করে না ক্ষয়।
যেখানে বাজেনা রণদানবের অস্ত্র ঝণাৎকার
ছলকি রক্ত ঝলকি ওঠেনা হিংসার তরবার
জনসমুদ্র করি মন্থন
কেহ লুটিবেনা স্বার্থের ধন
প্রেমের স্বপ্নে যেথা স্বার্থের
শৃঙ্খল ধূলি হয়।
সাম্য যেখানে কাম্য যে ভাই
সেখানে মাটীর ছেলে
সবার মুক্তি দিতে গিয়ে তাই
সবাই মুক্তি পেলে।
সেথা কেহতো কাহারো ক্ষুধার অন্ন
কাড়িয়া করেনি কভু নিরন্ন
কি ছার স্বর্গ এ মাটীর কাছে
স্বর্গ সে বড় নয়।

কিন্তু এই লিলি রায় কে? কোথায় তার কলঙ্ক?............

সংগঠনকারী

প্রযোজনা, পরিচালনা ও চিত্রগ্রহণ — প্রমথেশ বড়ুয়া

সঙ্গীত পরিচালনা—সুবল দাশগুপ্ত

শব্দানুলেখনে—জে, ডি, ইরানি

রসায়নাগার—ধীরেন দাশগুপ্ত

সম্পাদনা—বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্যামেরাম্যান—অমল সেনগুপ্ত

শিল্প-নির্দ্দেশ—বটু সেন

গান-রচনা—শৈলেন রায়

ব্যবস্থাপক—প্রবোধ পাল

ষ্টুডিও ম্যানেজার—দাউদচাঁদ

সহকারী

পরিচালনায়—মণি ঘোষ
হরিপদ রায়
ললিত চক্রবর্ত্তী

চিত্রগ্রহণে—সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়
উমেদি গুপ্ত

শব্দানুলেখনে—সিদ্ধি নাগ

সম্পাদনায়—নারায়ণ দাস

রসায়নাগারে—গোপাল গাঙ্গুলী, শম্ভু সাহা, দীনবন্ধু চট্টোঃ, মঞ্জু, সুরেশ রায়

রূপ-সজ্জায়—সুধীর

ভূমিকা লিপি

সুজিত—প্রমথেশ

লিলি—যমুনা দেবী

রাণী—দেববালা

শোভনা—পূর্ণিমা

কুমার বংশগোপাল—ইন্দু মুখোপাধ্যায়

বিপুল—রবি রায়

হরিয়া—ললিত চক্রবর্ত্তী

বিভিন্ন ভূমিকায়

সন্তোষ সিংহ, কুমার মিত্র, তুলসী চক্রবর্ত্তী, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীল রায়, সাধন লাহিড়ী, রবীন মজুমদার, বেলা, আশা, লতা, মীরা, উষা, গৌরী, হেনা, মধুসূদন চট্টোঃ, খগেন মুখার্জ্জি, হেমেন মুখার্জ্জি, রঙ্গলাল ইত্যাদি।

Printed by—Imperial Art Cottage, 1-A. Tagore Castle Street, Calcutta.
Published by—Mr. V. A. P. Aiyar of Unity Film Exchange Ltd.
3, Humayan Place, Calcutta.

মূল্য—৵০ আনা।